অষ্টম মহাবিদ্যা মা বগলামুখী

জয় ধ্বনিঃ জয় জয়কারিনী শত্রুনাশিনী বগলা।

এক হস্তে এক ভরতচন্দ্র রায়. তাঁর "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে সরল বাংলায় খুব সুন্দর করে দেবী বগলামুখীর ধ্যানমন্ত্রটি তুলে ধরেছেন------

" ধূমাবতী দেখে ভীম সভয় হৈলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা।।
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা।।
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উর্দ্ধ করি।
চন্দ্র সূর্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন।।
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া। "

সংস্কৃত ধ্যানটিতেও শেষাংশে আছে------

" জিহ্ববাগ্রমাদায় করেণ দেবীং, বামেন শত্রুন পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণে ন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি।। "

অর্থাৎ , বাম হস্তে জিহ্বাগ্র টেনে ধরে শত্রুকে পীড়ন করতে করতে যিনি ডান হস্তদ্বারা গদার আঘাত করছেন , সেই পীতবসনা দ্বিভুজা দেবীকে প্রণাম করি। দেবী বগলামুখী উগ্রস্বভাবা , তাঁর সংহারমূর্তি মহিষমর্দিনী দুর্গার সঙ্গে তাঁর সবদিক দিয়ে সৌসাদৃশ্য- অঙ্গবরণ , অসুরদলনী ভূমিকা , ত্রিনয়ন, প্রায় সবটাই এক। পরমাত্মার সংহারশক্তিই হলে দেবী বগলা। সুতরাং , সর্বাভীষ্টদাত্রী এই দেবীকে সাধক আরাধনা করেন বাকসিদ্ধি ও শত্রুভয়মুক্তির জন্য। মহাবিদ্যাগণের মধ্যে এঁর ভূমিকা অনন্যসাধারণ।

মা বগলা হলেন দশ মহাবিদ্যার মধ্যে এক অভিনব দেবীমূর্তি।ইনিই দেবী বগলামুখী। মা বগলা তন্ত্রের বিখ্যাত শক্তি মূর্তি। ইনি পৃথিবীতে অসাধ্য-সাধনের অধিকারী। বগলামুখীর মন্ত্র জপ ও পুরশ্চরণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ঠিক ঠিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হলে মায়ের ভক্ত সর্বদিকে বিজয় লাভ করেন। মা বগলা সন্তানকে সকলরকম জাগতিক শত্রুতা থেকে রক্ষা করেন এবং সেইসাথে সন্তানের ভিতরের পরম শত্রু ষড় থেকেও রক্ষা করেন। সেইসাথে ব্যাধি ও গ্রহের প্রকোপ থেকেও রক্ষা মায়ের এই রূপের শরণ নিলে। ঠিকমত মায়ের শরণ নিলে মা সন্তানকে তার প্রারব্ধ অনুসারে সব দুর্যোগ কাটিয়ে সুখ শান্তি ও সৌভাগ্য দেন।

তাঁর মন্ত্রেই আছে তাঁর রূপের বিবরণ ------

“মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপ রত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং।
পীতাম্বরাভরণ মাল্য বিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর বৈরি জিহ্বাম্ ।।
জিহ্ববাগ্রমাদায় করেণ দেবীং

বামেন শত্রুন পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি।”

অর্থাৎ , বলা হচ্ছে যে সুধাসাগরের মধ্যে মণিমণ্ডপ, তার উপর রত্নবেদী , সেই বেদীতে রাখা সিংহাসনে দেবী বগলা আসীন রয়েছেন। তাঁর গায়ের রং হলদে। হলদে রং-এর কাপড় , সেই রং-এর অলঙ্কার ও মালায় তিনি বিভূষিতা। তিনি বাম হাতে শ্যামল বর্ণবিশিষ্ট শত্রু অসুরের জিভ টেনে রেখেছেন ও অন্য হাতে গদা নিয়ে তাকে প্রহার করছেন। ইনিও তমোগুণ প্রধানা। ইনি জীবের দারিদ্র দুঃখরূপ অসুরের হাত থেকে ও শত্রুর হাত থেকে জীবকে রক্ষা করেন। এই তন্ত্রোক্ত দেবীর কৃপায় জীবের জীবনের নানা অশুভ অশান্তি দূর হয়।এঁর উৎপত্তি সম্পর্কে স্বতন্ত্র তন্ত্রে সংক্ষেপে বলা হয়েছে-সত্যযুগে পৃথিবীর বিনাশের জন্য একবার প্রচণ্ড প্রলয়ঝড়ের উদ্ভব হয়েছিল , তাতে পালনকর্তা বিষ্ণু খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরণ নেন এই বিপদ থেকে ধরিত্রীকে রক্ষা করবার জন্য। ত্রিপুরাম্বিকা দেবী সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একটি হলুদ রং-এর হ্রদ সৃষ্টি করে তার মধ্যে এক মঙ্গলবারে চতুর্দশী তিথিতে বীর রাত্রির মধ্যভাগে জলক্রীড়ায় নিজের রূপ সৃষ্টি করেন - ইনি বিষ্ণুতেজোময়ী দেবী বগলামুখী। দেবী বগলামুখী ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন দিলেন। ভগবান বিষ্ণু মা বগলার কাছে স্তম্ভন বিদ্যা পেয়ে ঐ বিশ্ব ঝড় কে স্তম্ভন করে জগত ও জগতের জীব কূলকে রক্ষা করলেন । এই দেবীর পূজা সাধারণত দৈবী প্রকোপ শান্ত হয়। ইনি ভোগ ও মুক্তি দুটি প্রদান করেন।

বগলামুখী বা বগলা (দেবনাগরী: □□□□□□□□□) হলেন হিন্দু দশমহাবিদ্যা দেবমণ্ডলীর অন্তর্গত অন্যতম দেবী। তিনি ভক্তের মানসিক ভ্রান্তি নাশের (অথবা শত্রু নাশের) দেবী। তাঁর অস্ত্র মুগুর। উত্তর ভারতে তিনি পীতাম্বরী নামেও পরিচিত। "বগলামুখী" শব্দটি "বগলা" (অর্থাৎ , ধরা) এবং "মুখ" শব্দদুটি থেকে উৎপন্ন। এই শব্দটির অর্থ যিনি যাঁর মুখ কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিতে সমর্থ। অন্য একটি অর্থে , যিনি মুখ তুলে ধরেছেন।

বগলামুখীর গায়ের রং সোনালি এবং তাঁর কাপড়ের রং হলুদ। তিনি হলুদ পদ্মের ভরা অমৃতের সমুদ্রের মাঝে একটি হলুদ সিংহাসনে বসে থাকেন। তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র শোভা পায়। দুটি পৃথক বর্ণনার একটিতে তাঁকে দ্বিভুজা ও অপরটিতে তাঁকে চতুর্ভুজা বলা হয়েছে।

বগলামুখীর দ্বিভুজা মূর্তি পূজার প্রচলনই বেশি। এই মূর্তিটিকে সৌম্য মূর্তি ধরা হয়। এই মূর্তিতে তাঁর ডান হাতে থাকে গদা। এই গদা দিয়ে তিনি শত্রুকে প্রহার করেন। অন্যদিকে বাঁহাতে শত্রুর জিভটি টেনে ধরে থাকেন। এই মূর্তিটিকে অনেক সময় "সম্ভন" (শত্রুকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে তাকে শক্তিহীন করা) প্রদর্শন হিসেবে ধরা হয়। এই বর লাভের জন্য ভক্তেরা তাঁর পূজা করে থাকে। অন্যান্য মহাবিদ্যাদেরও এই শক্তি আছে বলে ধরা হয়।

বগলামুখীকে" "পীতাম্বরা দেবী" বা "ব্রহ্মাস্ত্র-রূপিণী"ও বলা হয়। তিনি একটি গুণকে বিপরীত গুণে পরিবর্তন করতে পারেন বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। যেমন , তিনি বাক্যকে নিঃস্তব্ধতায় , জ্ঞানকে অজ্ঞানে , শক্তিকে শক্তিহীনতায় , পরাজয়কে জয়ে পরিবর্তন করেন।

বগলামুখী দেবী সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত
আছে :------

এঁর উৎপত্তি সম্পর্কে স্বতন্ত্র তন্ত্রে সংক্ষেপে বলা হয়েছে-সত্যযুগে পৃথিবীর বিনাশের জন্য একবার প্রচণ্ড প্রলয়ঝড়ের উদ্ভব হয়েছিল , এই ঝড়ে যখন সকল সৃষ্টি ধ্বংসের সম্মুখীন হয় , তখন সকল দেবতা সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে একত্রিত হন। বিষ্ণু খুব

উদ্‌বগ্নি হয়ে পড়েন। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরণ নেন এই বিপদ থেকে ধরিত্রীকে রক্ষা করবার জন্য। ত্রিপুরাম্বিকা দেবী সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একটি হলুদ রং-এর হ্রদ সৃষ্টি করে তার মধ্যে এক মঙ্গলবারে চতুর্দশী তিথিতে বীর রাত্রির মধ্যযামে জলক্রীড়ায় নিজের রূপ সৃষ্টি করেন , সেই ঝড় থামিয়ে দেন ও ধরিত্রীকে রক্ষা করেন- ইনি বিষ্ণুতেজোময়ী দেবী-বগলামুখী। ভারতের মধ্যপ্রদেশে রাজ্যের দাতিয়া অঞ্চলের পীতাম্বরা পীঠে হরিদ্রা সরোবরের অনুরূপ একটি হ্রদ রয়েছে।

বগলামুখী তন্ত্রের বিখ্যাত শক্তি মূর্তি-এঁর নামের অর্থ ব-কারে বারুণী দেবী, গ-কারে সিদ্ধিদায়িনী, ল-কারে পৃথিবী। ইনি পৃথিবীতে অসাধ্য-সাধনে অধিকারী। বগলামুখীর মন্ত্র জপ ও পুরশ্চরণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ঠিকি ঠিকি ক্রিয়াদি সম্পন্ন হলে পবনের গতি স্তব্ধ হয় , অগ্নি শীতল হয় , গর্বিতের গর্ব যায় , ক্ষিতিপিতিও শংকিত হয়।

এই দেবীর প্রকাশ আমরা মা সারদার জীবনে
দেখি। মা সকলকে দীক্ষা দিতেন । ভক্তদের কৃপা করতেন । শ্রীমা সকলকে চেতনা দান করতেন । মানুষের মনে কাম , ক্রোধ , লোভ , মদ , মাৎসর্য আছে এগুলিকে ষড়রিপু বা ছয় শত্রু বলা হয় । শ্রীমা এই শত্রুদের দলিত করছেন । যেমন মা বগলা শত্রু দলন করেন । শ্রীমায়ের ভক্ত সন্তান দের মনের মধ্যে অবস্থান কারী এই শত্রুদের তিনি তাঁর শক্তি দ্বারা দলিত করছেন । ভক্তরা মায়ের সান্নধ্যে এসে পেয়েছেন অমৃত । মায়ের এখানেই বগলামুখী রূপ প্রস্ফুটিত ।

জনৈকে এক ভক্তের মুখে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে স্বামীজী ইঙ্গিতে তাঁকে বলেছিলেন , "... ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক , পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি । তিনি বগলার অবতার , সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা । ... সময়ে বুঝতে পারবি । যখন দেখতে পাবি, দেখবি উপরে মহা শান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি ; সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।"

ঠাকুর মায়ের শান্ত সরস্বতী রূপের কথা জানিয়েছিলেন । কিন্তু তিনি যে সংহার মূর্তি বগলা এবং 'জ্যান্ত দুর্গা' - , যিনি দানব দলনী মহাশক্তি – একথা স্বামী বিবেকোনন্দ গুরুভাই ও শিষ্যদের বলেন । তাঁর আর্ষদৃষ্টিতে শ্রী শ্রীমায়ের এই আশ্চর্য স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল ।

মায়ের এক সময় আমরা বগলা রূপ দেখি । ঘটনাটি মা স্বয়ং বলেছেন এই ভাবে ------
" হরিশ এইসময় (শ্রী রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর শ্রীমা যখন কামারপুকুরে আছেন) কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল । একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি । এসে বাড়ির ভেতর যেই ঢুকেছি, অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে । হরিশ তখন ক্ষেপো । পরিবার পাগল করে দিয়েছিল । তখন বাড়িতে আর কেউ নেই । আমি কোথায় যাই । তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর ধানের গোলা ছিল) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম । ও আর কিছুতেই ছাড়ে না । সাতবার ঘুরে আমি আর পারলুম না । তখন... আমি নিজি মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম । তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে , ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল । আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল ।" মা বগলার এক রূপ তিনি। মা বগলা স্বয়ং মায়ের মধ্যে তখন আবির্ভূতা । তিনি বগলা আবার তিনিই ষোড়শী ।

বিষ্ণুযামল তন্ত্রে বগলামুখীর অষ্টোত্তর শতনামে দেবীকে বন্দনা করে পীতবসনা , পীতভূষনভূষিতা , পীতপুস্পপ্রীতা , পীতহরা , পীতস্বরূপিনী । জয়রামবাটিতে একদা জনৈকে ভক্ত সন্তানকে শ্রী শ্রী মা নিজে মুখে বলেন – " সাদা ফুল ঠাকুর ভালোবাসেন , হলুদ ফুল আমি ভালোবাসি।" হলুদ ফুলের প্রতি তাঁর প্রীতি বগলামুখী সত্ত্বার পরিচায়ক ।

বগলামুখী মহাবিদ্যা , ব- বারুনী দেবী(অসুর দলনে উন্মত্ততা), গ- সিদ্ধি দায়িনী(সর্ব

Published on: Jan, 14 2023 13:36

প্রকার সিদ্ধি দেন) , ল- পৃথিবী(পৃথিবী যেমন সব সহ্য করেন, মা যেমন ছেলের সব দুষ্টামী সহ্য করে তাকে লালন পালন করে তেমনি মা বগলা তেমন সহ্য করেন) । ইঁহাই এঁনার অসীমা শক্তির কথা জানায়। এই দেবী এক হস্তে মুদ্গর ও অপর হস্তে ইনি অসুরের বা শত্রুর জিহ্বা টানিয়া থাকেন। দশমহাবিদ্যার মধ্যে অষ্টম মহাবিদ্যা হলেন বগলা । এই দেবী সিদ্ধ বিদ্যা ও পীতাম্বরবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধা। এই দেবী শব বাহনা, শবের ওপর থাকেন। এই দেবীর পূজো বাংলাতে কম দেখা যায়। এই দেবীর সাথে দুর্গা , জগদ্ধাত্রী অল্প কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এই দেবী ভয়ানক রূপ ধারিনী নন। দেবী উগ্র স্বভাবা । মানে অসুর নিধন কালে ইনি ভয়ানাক মূর্তিতে আসেন। পরমাত্মার সংহার শক্তি হলেন মা বগলা। সাধক গণ নানা প্রকার সিদ্ধি, বাক সিদ্ধি, শত্রু দমনের জন্য এই দেবীর সাধনা করেন ।

তন্ত্রসার শাস্ত্রে এই দেবীর মাহাত্ম্য বলা হয়-----

" ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যঃ প্রত্যয়কারম্ ।
সাধকানাং হিতার্থায় স্তম্ভনায় চ বৈরিনাম্ ।।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোহপি স্থিরায়তে । "

ভারতের অসম রাজ্যের গুয়াহাটিতে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির তন্ত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্থল। এখানে দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। এই মন্দিরের কয়েক মেইল দূরেই বগলামুখী মন্দিরের অবস্থান। উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের বাণখণ্ডীতে , মধ্যভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের আগর মালব জেলার নলখেদা ও দাতিয়ার পীতাম্বরা পীঠে এবং দক্ষিণ ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যের তিরুনেলভেলি জেলার পাপানকুলাম জেলার কল্লাইদাইকুরিচিতে বগলামুখীর মন্দির আছে।

এই বগলামুখীর মন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। সাধক দের কাছে তা পরম সিদ্ধি, হিতকর। শত্রুকে স্তম্ভন কারী ব্রহ্মাস্ত্র রূপেও ব্যবহৃত হয় । এই বগলা মন্ত্রের প্রভাব এত যে বায়ু কেও রুদ্ধ করা যায়। অগ্নিও শীতল হয়। গর্বিতের গর্ব চূর্ণ হয়। ক্ষিতিপতিও শঙ্কিত হন । মা বগলার ধ্যান মন্ত্রে শত্রু দলনী দেবী দুর্গার স্মরণ করা হয়। মা দুর্গা , দেব শত্রু মহিষ ও তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন।

সাধারণত শত্রু দমনের জন্য এই বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়। কেন কি দেবী শত্রু দমন করেন । কিন্তু দেখা গেছে দুর্মতি তান্ত্রিক রা অর্থের লোভে অনেক সময় অপরের সর্বনাশ করে ফেলেন। মারন , উচাটণ , বশীকরণ , স্তম্ভন এগুলি করে থাকেন। জাগতিক সুখের জন্য মায়ের বিদ্যা প্রয়োগ করেন। মায়ের বিদ্যা কেবল শুভ কাজের জন্যই প্রয়োগ করা উচিৎ। যেমন ভগবান বিষ্ণু বিশ্ব রক্ষার জন্য করেছিলেন। অপরের সর্বনাশ করা ঘোর পাপ। যেসব তান্ত্রিক নিরীহ লোকের সর্বনাশ করেন এই সব মন্ত্র বিদ্যা দিয়ে- তাদের যে মা কি ভয়ানক শাস্তি দেন, তা কল্পনার বাইরে । আর যে সব লোক টাকা পয়সা দিয়ে এই সব তান্ত্রিক দের উৎসাহিত করেন ব্যাক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য – জন্ম জন্মান্তরেও তারা মায়ের কোপ থেকে নিস্কৃতি পান না । শত্রু বাইরে থাকেনা , শত্রু আছে নিজের মধ্যেই । মা সারদা বলতেন- দোষ দেখবে নিজের । আমাদের মধ্যে যে ষড় রিপু আছে, যাদের নিষ্পেষণে আমরা নানান পাপাচার করে থাকি এগুলো কিন্তু কোন অসুর বা শত্রুর থেকে কম নয়। এরা আধ্যাত্মিক পথ বন্ধ করে নরকের রাস্তা পরিষ্কার করে।

॥ শ্রীবগলামুখীস্তোত্রম্ ॥

□ শ্রীগণেশায় নমঃ ।

চলত্কনককুণ্ডলোল্লসিতচারুগণ্ডস্থলীং
লসত্কনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্ ।
গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখবাঙ্মনস্স্তম্ভিনীম্ ॥ ১॥

পীয়ূষোদধিমধ্যচারুবিলদ্রক্তোত্পলে মণ্ডপে
সত্সিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুং প্রেতাসনাধ্যাসিনীম্ ।
স্বর্ণাভাং করপীডিতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাং বিভ্রতীমিত্থং
ধ্যায়তি য়ান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্বাপদঃ ॥ ২॥

দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চনকৃতে য়ঃ পীতপুষ্পাঞ্জলীন্ভক্ত্যা
বামকরে নিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্ ।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্বীজং স্মরেত্পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেত্তত্ক্ষণাত্ ॥ ৩॥

বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি ক্রোধী
শাম্যতি দুর্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি ।
গর্বী খর্বতি সর্ববিচ্চ জডতি ত্বন্মন্ত্রিণা য়ন্ত্রিতঃ
শ্রীর্নিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৪॥

মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রং চ তে
য়ন্ত্রং বাদিনিয়ন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রং চ চিত্রং চ তে ।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং য়স্যাস্তি জন্তোর্মুখে
ত্বন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখে স্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৫॥

দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং
ভূভৃত্সন্দমনং চলন্মৃগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণম্ ।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং সমদৃশঃ কারুণ্যপূর্ণেক্ষণম্
মৃত্যোর্মারণমাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ ॥ ৬॥

মাতর্ভঞ্জয় মদ্বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চ সঙ্কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় দৈত্যদেবধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয় ।
শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥ ৭॥

মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি বামে রমে ।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাত্পরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥ ৮॥

সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াম্ ।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং য়দি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥ ৯॥

ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসঞ্ছেদিনী
য়োষিত্কর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী ।
স্তম্ভোত্সারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো য়থা ॥ ১০॥

বিদ্যা লক্ষ্মীর্নিত্যসৌভাগ্যমায়ুঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিঃ ।
মানো ভোগো বশ্যমারোগ্যসৌখ্যং প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্নরেণ ॥ ১১॥

ত্বত্কৃতে জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি ।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তদ্গৃহাণ নমোঽস্তু তে ॥ ১২॥

পীতাম্বরাং চ দ্বিভুজাং ত্রিনেত্রাং গাত্রকোমলাম্ ।

শিলামুদ্গরহস্তাং চ স্মরে তাং বগলামুখীম্ ॥ ১৩॥

ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিত্ ॥ ১৪॥

নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্ধৃত্বা
যন্ত্রমিদং তথৈব সমরে বাহৌ করে বা গলে ।
রাজানোঽপ্যরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকাস্তে
বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরা সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫॥

॥ ইতি শ্রীরুদ্রয়ামলে তন্ত্রে শ্রীবগলামুখীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

॥ অপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ॥

ওঁ অপরাধশতং কৃত্বা জগদম্বেতি চোচ্চরেত্ ।
যাং গতিং সমবাপ্নোতি ন তাং ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১॥

সাপরাধোঽস্মি শরণং প্রাপ্তস্ত্বাং জগদম্বিকে ।
ইদানীমনুকম্প্যোঽহং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২॥

অজ্ঞানাদ্বিস্মৃতের্ভ্রান্ত্যা যন্ন্যূনমধিকং কৃতম্ ।
তত্সর্বং ক্ষম্যতাং দেবি প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ৩॥

কামেশ্বরি জগন্মাতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহে ।
গৃহাণার্চামিমাং প্রীত্যা প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ৪॥

সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগত্ ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫॥

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেত্ ।
পূর্ণং ভবতু তত্ সর্বং ত্বত্প্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ ৬॥

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া
বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্ ।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ
সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্ ॥ ৭॥

যন্মাত্রাবিন্দুবিন্দুদ্বিতয়পদপদদ্বন্দ্ববর্ণাদিহীনং
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্বং প্রসভকৃতিবশাত্ ব্যক্তমব্যক্তমম্ব ।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেঽস্মিন্
তত্ সর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বত্প্রসাদাত্ প্রসীদ ॥ ৮॥

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবত্সলে ।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ৯॥

॥ ইতি অপরাধক্ষমাপণস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

Published on: Jan, 14 2023 13:36